ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

বিষয়: ডিএনসিসির অধীন সাততলা, কড়াইল ও ভাষানটেক বস্তির বাসিন্দাদের বিভিন্ন ন্যায্য নাগরিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম খান, প্রশাসক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ : ২৩ ফাল্গুন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ।। ০৮ মার্চ ২০২৬
সময় : সকাল ১০:৩০ ঘটিকায়।
স্থান : সভা কক্ষ, ৮ম তলা, নগর ভবন, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ ।

সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট "**ক**"

সভার শুরুতে সভাপতি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন উপস্থিত কর্মকর্তাদের স্বাগত জানান। সভাপতি বলেন, ডিএনসিসির আওতাধীন সাততলা, কড়াইল ও ভাষানটেক বস্তিতে বসবাসরত জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং তাদের জন্য নিরাপদ ও পরিকল্পিত আবাসন নিশ্চিত করা বর্তমান সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দীর্ঘদিন ধরে এসব এলাকায় বসবাসরত মানুষ নানা ধরনের নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছে, যা একটি আধুনিক নগর ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

তিনি আরও বলেন, সরকারের নীতি অনুযায়ী সকল নাগরিকের জন্য মানবিক ও বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। সে লক্ষ্যে বস্তিবাসীদের সঠিক তথ্যভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন, জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ স্পষ্ট করা এবং প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধার সমন্বয়ে একটি পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সভায় জানানো হয় যে বিগত ০৫ মার্চ,২০২৬ তারিখ ডিএনসিসির অধীন সাততলা, কড়াইল ও ভাষানটেক বস্তির বিষয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এঁর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ এঁর সচিব মহোদয় মন্ত্রণালয়ে জরুরী সভা আহ্বান করেন। উক্ত সভায় আলোচ্য বস্তিসমূহে বসবাসরত অধিবাসীদের জীবনমান, আবাসন ব্যবস্থা এবং ন্যায্য নাগরিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ডিএনসিসিকে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সাততলা, কড়াইল ও ভাষানটেক বস্তিতে বসবাসরত জনগণের বর্তমান অবস্থা, আবাসন সংকট এবং নাগরিক সুবিধা প্রাপ্তির বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনায় উল্লেখ করা হয় যে, দীর্ঘদিন ধরে এসব এলাকায় বিপুল সংখ্যক মানুষ বসবাস করলেও তাদের সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যভিত্তিক কোনো তালিকা নেই। এ কারণে প্রকৃত বাসিন্দাদের চিহ্নিত করা এবং তাদের জন্য পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই জাতীয় পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে উক্ত বস্তিসমূহে বসবাসরত প্রকৃত বাসিন্দাদের একটি বৈধ ও হালনাগাদ তালিকা প্রণয়ন করা অত্যন্ত জরুরি বলে সভায় মতামত প্রদান করা হয়।

এছাড়া আলোচনায় বস্তিগুলোর জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়। উপস্থিত সদস্যবৃন্দ মতামত দেন যে, সংশ্লিষ্ট জমির প্রকৃত মালিকানা, দখল অবস্থা এবং আইনগত অবস্থান পরিষ্কারভাবে নিরূপণ না করলে ভবিষ্যতে কোনো উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা জটিল হতে পারে। তাই সাত তলা, করাইল ও ভাষানটেক বস্তির জমির মালিকানা সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র সংগ্রহ ও যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সভায় আরও আলোচনা করা হয় যে, বস্তিবাসীদের জন্য টেকসই ও মানবিক আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে শুধুমাত্র বাসস্থান নির্মাণ করলেই হবে না; বরং সেখানে বসবাসকারী মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধাগুলোও সমন্বিতভাবে পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে পানি, বিদ্যুৎ, মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বাজার, হাসপাতালসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধার সমন্বয়ে একটি আধুনিক ও পরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য একটি সমন্বিত মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের বিষয়ে সভায় গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত-০১	:	জাতীয় পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে সাততলা, কড়াইল ও ভাষানটেক বস্তিতে বসবাসরত বাসিন্দাদের একটি বৈধ ও হালনাগাদ তালিকা প্রণয়ন করতে হবে।
বাস্তবায়ন	:	বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

সিদ্ধান্ত-২	:	সাততলা, কড়াইল ও ভাষানটেক বস্তির জমির মালিকানা সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই করতে হবে।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

সিদ্ধান্ত-৩	:	সাততলা, কড়াইল ও ভাষানটেক বস্তিবাসীদের জন্য পরিকল্পিত আবাসন নিশ্চিতকরণে পানি, বিদ্যুৎ,রাস্তাঘাট, মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, বাজার, হাসপাতালসহ প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধার সমন্বয়ে বহুতল ভবন নির্মাণের একটি সমন্বিত মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করতে হবে।
বাস্তবায়ন		প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৮/১০/২৫

মোঃ শফিকুল ইসলাম খান
ও
সভাপতি
আলোচ্য সভা
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সভা

নং: ৪৬.১০.০০০০.০০৬.৯৯.১৭১.১৬-২১৮ তারিখ : ০৮/০৩/২০২৬

বিতরণ কার্যার্থে:

.....

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান,---------- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
২. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৩. সচিব মহোদয় এর সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা----------, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫. প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৬. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণীটি (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৭. অফিস কপি।